প্রতিবম্ব

ইন্দিরা সরকার

আজ আমার আটত্রিশতম জন্মদিন সকাল থেকেই মনে একটা উৎসবের রেশ। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নতুন জামদানী আর গয়নায় নিজেকে সাজিয়ে তুললাম। এবার বেশ পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে। সারা বাড়িই ফাঁকা। খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কেমন দেখতে লাগছে। গিয়ে বসলাম আয়নার সামনে। নিজেকে নিজেই তারিফ করলাম এরপর আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম দেখেছ আয়না আমার চোখ দুটো। কি সুন্দর না আইলানার, মাস্কারা, আই শ্যাডোতে চোখদুটো যেন কথা বলছে। হঠাৎ দেখলাম আয়নার মুখে ব্যাঙ্গোক্তি। অমি বললাম কি হয়েছে তোমার? আয়না বললো গত সপ্তাহে তোমার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে একদল বানভাসি ছেলেমেয়ে দুটো পুরনো জামাকাপড় আর খাবার চেয়েছিল। তুমি তাদের মুখদর্শনও করলে না। তোমার দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত হবে বলে বারান্দার দিকের দরজা জানলাগুলো ভালো করে বন্ধ করে ভারী পর্দা টেনে দিলে। এবার কি করে বলি বলো তো যে তোমার চোখদুটো সুন্দর।

আমি বললাম আচ্ছা থাক, আমার কানের ঝুমকো দুটো দ্যাখো যেন মনে হচ্ছে আমার জন্যই এটা তৈরী হয়েছে। আয়না বলে উঠল দুপুরের কাঠফাটা রোদে যখন কোন সেলসম্যান এসে দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু তাদের বক্তব্য শোনাতে চায় কোনদিন তাদের কথা কান পেতে শুনেছো? বারবার কি তাদের উৎপাত বলে মনে করো নি? আমি একটু দমে গেলাম, আয়নার আজকে হলোটা কি?

এরপর আমি দ্বিগুন উৎসাহে বলে উঠলাম। আমার ঠোঁটদুটো দেখ। ঠিক যেন মনে হচ্ছে পদ্মের পাপড়ি। আয়না এবার হা, হা করে হেসে উঠল, বলল তোমার এই ঠোঁট দুটো যখন ফাঁকা হয় তখন কি একবারও আমার কাছে এসে দেখেছ। পান থেকে চুন খসলে তোমার নিরীহ স্বামী, দুধের শিশু, কাজের লোকদের তোমার বাক্যবাণে বিদ্ধ করে দাও। আমি চমকে উঠলাম আয়না সব খেয়াল করেছে।

এবার আমার মসৃণ পেলব হাতখানা যা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করেছি, নিয়ে এসে বললাম ঠিক আছে আয়না আমার মুখশ্রীর প্রশংসা ন করো- আমার হাতখানা দেখ দেখি– কি সুন্দর না? আয়না অবজ্ঞা ভরে বলে উঠল তোমার এই হাত ক'জনের সেবা করেছে বলতে পার, কজনকে তুমি কিছু দান করেছো? আমি কুঁকড়ে উঠলাম। এবার ভয়ে ভয়ে আলতা পরা পাদুটো সামনে তুলে ধরি।

এবার আয়না দারুণ রেগে গেল। বললো মনে নেই গত বর্ষায় তোমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে সাপে কামড়ালো। তুমি কি পেরেছিলে ছুটে যেতে? সে সময় তোমার ছোটার কথা ছিল, সে সময় তুমি নিজের ঘরের চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ালে।

এবার আমি ভয়ঙ্কর রেগে গেলাম, বললাম আয়না তুমি তো জান আমার ক্ষমতা। এখুনি আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারি। আয়না হা হা করে হেসে বলল, আমি তো তোমার ভেতরেই থাকি, আমার আর কেটা নাম কি জানতো –'বিবেক'। আমি আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এমন সময় সবাই এসে হইহই করে উঠল চলো আজ ডিনারটা বাইরেই করে আসি। তোমাকে তো আজ দারুণ লাগছে। আমি বললাম না থাক আজ শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছে না।